সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ কর্তৃক অনুসৃত চুক্তিনামা

১ (.....) তারিখে নিম্নবর্ণিত পক্ষগণের মধ্যে এই চুক্তি সম্পাদিত হইল।

২ **প্রথম পক্ষঃ** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করিবেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা বিভাগের অধীন সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ-এর সহকারী পরিচালক।

৩ **দ্বিতীয় পক্ষঃ (নাম, পদবী, বর্তমান কর্মস্থল, বর্তমান ঠিকানা ও স্থায়ী ঠিকানা)**

৪ যেহেতু দ্বিতীয় পক্ষ এই চুক্তির সাথে সংযুক্ত (পরিশিষ্ট-ক) গবেষণা প্রস্তাবনা অনুযায়ী, **(শিরোনাম)** শীর্ষক **(প্রাতিষ্ঠানিক/ফেলোশীপ/প্রমোশনাল/এমফিল/পিএইচডি)** গবেষণা কার্যটি **( ) মাস** সময়ের মধ্যে সম্পাদন করিতে সম্মত হইয়াছেন, সেহেতু উপরে বর্ণিত পক্ষগণ নিম্নবর্ণিত শর্তে এই চুক্তি সম্পাদন করিলেনঃ-

৫ **শর্তাবলীঃ**

(ক) পরিশিষ্ট 'ক' এই চুক্তির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া গণ্য হইবে এবং ইহাতে উল্লিখিত গবেষণা কার্য এই চুক্তির অধীন সম্পাদনীয় প্রকল্প হইবে;

(খ) প্রথম পক্ষ উক্ত গবেষণা কার্য সম্পন্ন করিবার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে সর্বোচ্চ **( ) টাকা** মাত্র যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে মোট **০৪ (চার) কিস্তিতে** প্রদান করিবেন;

(গ) মঞ্জুরিকৃত অর্থছাড়ের কিস্তিগুলি হইবে নিম্নরূপঃ

(১) প্রথম কিস্তিঃ মোট মঞ্জুরিকৃত অর্থের শতকরা ২৫ ভাগ অর্থ্যাৎ (.....) টাকা। **গবেষণা কাজের অগ্রগতিঃ** *গবেষণা কাজের প্রেক্ষাপট, উদ্দেশ্য, যোক্তিকতা, সাহিত্য পর্যালোচনা এবং প্রশ্নপত্র প্রনয়ণসহ গবেষণা কাজে নিয়োজিত তত্ত্বাবধায়ক/সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে গবেষণা কাজটি সন্তোষজনক হইয়াছে এই মর্মে সনদ এবং বিল প্রাপ্তির পর প্রদান করা হইবে;*

(২) দ্বিতীয় কিস্তিঃ মোট মঞ্জুরিকৃত অর্থের শতকরা ২৫ ভাগ অর্থ্যাৎ (.....) টাকা। **গবেষণা কাজের অগ্রগতিঃ** *গবেষণা কাজে মাঠ পর্যায় হতে তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ এবং গবেষণার খসড়া প্রতিবেদন তৈরি হইবার পর তত্ত্বাবধায়ক/সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে চলমান গবেষণা কাজটি সন্তোষজনক হইয়াছে এই মর্মে সনদ এবং বিল প্রাপ্তির পর প্রদান করা হইবে;*

(৩) তৃতীয় কিস্তিঃ মোট মঞ্জুরিকৃত অর্থের শতকরা ২৫ ভাগ অর্থ্যাৎ (.....) টাকা। **গবেষণা কাজের অগ্রগতিঃ** *গবেষণার খসড়া প্রতিবেদন উপযুক্ত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা মূল্যায়নের*

পর মূল্যায়নকারীর নিকট হইতে গবেষণা কাজটি সন্তোষজনক হইয়াছে এই মর্মে রিপোর্ট এবং বিল প্রাপ্তির পর প্রদান করা হইবে;

(৪) চতুর্থ/শেষ কিস্তিঃ *মোট মঞ্জুরিকৃত অর্থের শতকরা ২৫ ভাগ অর্থ্যাৎ (.....) টাকা।* ***গবেষণা কাজের অগ্রগতিঃ*** *গবেষণাটি সফলভাবে সম্পাদন, যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রাপ্তি এবং অন্যান্য শর্তাবলী পুরণের পর চূড়ান্ত কিস্তির অর্থ প্রদান করা হইবে;*

(ঘ) উপ দফা (১) এর অধীনে গৃহীত অর্থের জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে প্রথম পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠনের নিকট হইতে এতদসঙ্গে সংযুক্ত ফরম 'গ' -তে এই মর্মে একটি জামানত (Security) দাখিল করিতে হইবে যে, দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক গৃহীত অর্থ যে উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হইবে সেই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যবহৃত না হইলে বা যথাযথভাবে ব্যবহৃত না হইলে জামানত দাতা নির্ধারিত সময়ের পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের ভিতর উক্ত অর্থ অথবা/ক্ষেত্রমত, উহার অব্যবহৃত অংশ পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন;

(ঙ) গবেষণা কার্যের জন্য প্রতি **(নির্ধারিত সময়ের ২৫% বা চার ভাগের এক ভাগ)** সময়কে একটি টার্ম হিসাবে গণ্য করা হইবে। প্রতিটি টার্ম সমাপনান্তে দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের নিকট এতদ্সংগে সংযুক্ত ফরম-'ক'তে অগ্রগতি রিপোর্ট দাখিল করিবেন;

(চ) নির্দিষ্ট বাজেট এবং নির্ধারিত সময়ে কোন সংগত বা গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া দ্বিতীয় পক্ষ গবেষণা কার্য সম্পন্ন করিতে ব্যর্থ হইলে গবেষণাটি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং অনুরূপ ব্যর্থতার সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব দ্বিতীয় পক্ষকে বহন করিতে হইবে। এরুপ ক্ষেত্রে প্রথম পক্ষের নিকট হইতে গৃহীত সমুদয় অর্থ দ্বিতীয় পক্ষ আইনগতভাবে ফেরৎ দান করিতে বাধ্য থাকিবেন। *প্রকৃত ব্যয় মঞ্জুরিকৃত মোট অর্থের কম হওয়ার ক্ষেত্রে অব্যয়িত অর্থ প্রথম পক্ষকে ফেরৎ প্রদান করিবার জন্য দ্বিতীয় পক্ষ বাধ্য থাকিবেন। তবে কোনো গবেষক সময় বৃদ্ধির আবেদন করিলে, যথাযথ কারণ বিবেচনায় কর্তৃপক্ষ সময়বৃদ্ধির আবেদন বিবেচনা করিবেন। সময় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মূল অনুমোদিত মেয়াদের ৫০% এর অধিক সময় বৃদ্ধির জন্য গবেষণা মঞ্জুরিকৃত অর্থ হইতে শতকরা ১০ ভাগ হারে টাকা কর্তন করা হবে। সময়বৃদ্ধি গবেষণার ধরনভেদে ০২ (দুই) থেকে সর্বোচ্চ ০৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাবে;*

(ছ) গবেষণা কার্যের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য প্রথম পক্ষের নিকট হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তা মাঠ পর্যায়ে উক্ত কার্য প্রথম পর্যায় হইতে শেষ অবধি পরিবীক্ষণ করিতে পারিবেন;

(জ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দ্বিতীয় পক্ষ গবেষণা কার্য সম্পন্ন করিয়া ০২ (দুই) কপি টাইপকৃত খসড়া প্রতিবেদন *(সিডিতে ওয়ার্ড ফাইলের সফটকপি সহ)* প্রথম পক্ষকে প্রদান করিবেন। তবে এম,ফিল/পিএইচ,ডি গবেষণার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পক্ষ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে থিসিস সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করিবেন;

(ঝ) প্রথম পক্ষ উপযুক্ত কোন বিশেষজ্ঞ দ্বারা খসড়া প্রতিবেদনটি মূল্যায়ন করিবেন। উক্ত বিশেষজ্ঞ যদি খসড়া প্রতিবেদনটিতে কোন রকম পরিবর্তন বা সংশোধনের সুপারিশ করেন তাহা হইলে উক্ত পরিবর্তন বা সংশোধন করিয়া প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করার জন্য দ্বিতীয় পক্ষকে নির্দেশ দান করিবেন। দ্বিতীয় পক্ষ উক্ত নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করিতে বাধ্য থাকিবেন;

(ঞ) দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক খসড়া প্রতিবেদন উপরে উল্লিখিত নির্দেশ মোতাবেক চুড়ান্তকরণের পর ১০ (দশ) কপি গবেষণা প্রতিবেদন (থিসিস বাইন্ডিং) এতদ্‌সঙ্গে সংযুক্ত ফরম 'খ' -তে ০৩ (তিন) প্রস্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (সিডিতে ওয়ার্ড ফাইলের সফ্‌ট কপিসহ) এবং ০৩ (তিন) প্রস্ত খরচের সর্বশেষ হিসাব প্রথম পক্ষের নিকট দাখিল করার পর প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষকে শেষ কিস্তির বাকি সমুদয় অর্থ প্রদান করিবেন;

(ট) এই চুক্তির অধীন সম্পাদিত গবেষণার মাধ্যমে প্রণীত প্রতিবেদনটি সম্পূর্ণরূপে প্রথম পক্ষের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করা হইবে। *তবে প্রথম পক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ ব্যতীত দ্বিতীয় পক্ষ প্রতিবেদনটি মূদ্রণ, প্রকাশ, বিক্রয় কিংবা সেমিনার আয়োজন করিতে পারিবেন না। তবে দ্বিতীয় পক্ষকে প্রথম পক্ষের অর্থায়নে গবেষণা কার্যটি সম্পন্ন হইয়াছে, এই শর্তে প্রকাশনা গ্রন্থ প্রকাশ/সেমিনার আয়োজনের বিষয়ে অনুমতি প্রদান বিবেচনা করা হইবে;*

(ঠ) এই চুক্তির অধীন গবেষণা কার্যের জন্য প্রদত্ত অনুদানের টাকায় ক্রয়কৃত যে কোন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, গ্রন্থাদি এবং গ্রন্থাগার সামগ্রী চূড়ান্ত প্রতিবেদনের সাথে প্রথম পক্ষের নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে;

(ড) *গবেষণা মঞ্জুরি প্রাপ্তির পর এতসংক্রান্ত সকল লেনদেনের জন্য পৃথক ব্যাংক একাউন্ট রক্ষণা-বেক্ষণ করিতে হইবে। সকল লেনদেন বাংলাদেশের কোন সিডিউল ব্যাংক একাউন্ট-এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করিতে হইবে। সকল লেনদেন ক্রসচেকের মাধ্যমে প্রধান গবেষক (দ্বিতীয় পক্ষ) নামে অথবা প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাণের নামে ইস্যু করা হইবে। যদি প্রধান গবেষক নিজে প্রতিষ্ঠান প্রধান হন সেই ক্ষেত্রে উক্ত প্রধান গবেষক ও ঐ প্রতিষ্ঠানের হিসাব-নিকাশ রক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত কোন কর্মকর্তার যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক একাউন্ট পরিচালিত হইবে;*

(ঢ) গবেষণা কার্য চলাকালীন সময়ে দ্বিতীয় পক্ষ অন্য কোন গবেষণা কার্যে বা কোন প্রকল্পের কার্যে অংশগ্রহণ করিতে অথবা এই চুক্তির অধীন গবেষণা কার্য অসমাপ্ত রাখিয়া দ্বিতীয় পক্ষ ০১(এক) মাসের অধিক মেয়াদের জন্য বাংলাদেশের বাহিরে যাইতে পরিবেন না এবং যদি তিনি অনুরূপ মেয়াদের জন্য বাংলাদেশের বাহিরে যান তাহা হইলে তিনি এই চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য করা হইব। যে ক্ষেত্রে বিদেশে অবস্থানের মেয়াদ **০১(এক) মাসের** কম হয় সেই ক্ষেত্রেও দ্বিতীয় পক্ষকে প্রথম পক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ করিতে হইবে; এবং

(ণ) *এই চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ হইতে গবেষণা মঞ্জুরি পাইয়াছেন এমন গবেষকের গবেষণা যদি শেষ না হয় কিংবা খসড়া গবেষণা প্রতিবেদন জমা দিয়াছেন এবং তাই মূল্যায়নের জন্য প্রক্রিয়াধীন রহিয়াছে, তবে তিনি নতুন গবেষণা মঞ্জুরির জন্য চুক্তি করিতে পারিবেন না। এইরুপ ক্ষেত্রে চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হইলেও তাহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।*

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে প্রত্যয়ন করিতেছি যে, এই গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্য ও উপাত্ত অন্য কোন মাধ্যমিক উৎস হইতে নেওয়া হয় নাই। এই গবেষণা কর্মটি সম্পূর্ণভাবে আমার দ্বারা সম্পাদিত হইবে । তাহা ছাড়া, উপরে বর্ণিত চুক্তিনামাটি আমি ভাল ভাবে পড়িয়াছি এবং আমার দেওয়া সকল তথ্য সত্য ও সঠিক।

স্বাক্ষীঃ ১ম পক্ষঃ ২য় পক্ষঃ	স্বাক্ষরঃ ১ম পক্ষঃ ২য় পক্ষঃ